মতিমহল থিয়েটার্সের
কাঁচামিঠে

রূপায়ণে

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
অনুপকুমার
রবীন মজুমদার
তপতী ঘোষ
ছবি বিশ্বাস
বিনতা রায়
রেণুকা রায়
জীবেন বসু
ভানু বন্দ্যো
নবদ্বীপ
জহর রায়
তুলসী চক্র
মিহির ভট্টাচার্য্য
নৃপতি
সাধনা রায়চৌধুরী
শুক্লা দাস
মণিকা
বিনয় দাস
শৈলেন মুখো

তৎসহ
কল্যাণাক্ষ, সুবল
নারায়ণ, খগেন
কালী ভট্টাচার্য্য
শ্যাম, চন্দন
সুধীর প্রভৃতি

মতিমহল থিয়েটার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড-এর
নিবেদন

কাঁচামিঠে

॥ চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা ॥

জ্যোতির্ময় রায়

॥ নেপথ্য কণ্ঠ ॥

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় * শ্যামল মিত্র

•

কাহিনী : দেবব্রত সুরচৌধুরী রচিত একাঙ্কিকা 'ঘর-ভাড়া' অবলম্বনে
আলোকচিত্র গ্রহণ : সুহৃদ ঘোষ .... সঙ্গীত : রাজেন সরকার
সম্পাদনা : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় .... শিল্পনির্দেশ : বটু সেন
গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শব্দ-গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ রূপসজ্জা : রণজিৎ দত্ত ॥ ব্যবস্থাপনা : ভানু রায়
পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত ॥ স্থিরচিত্র : 'ষ্টুডিও শ্যাংগ্রিলা'
প্রচার : বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়

•

॥ সহকারী ॥

পরিচালনায়
রণজিৎ বিশ্বাস
অনিল ঘোষ ॥ দেবব্রত সেনগুপ্ত
চিত্র-গ্রহণে : গণেশ বসু ॥ সুকুমার শী ... সঙ্গীতে : শ্যামল গুহ ও এস্ বিশ্বাস
সম্পাদনায় : অমিয় মুখোপাধ্যায় ... শিল্পনির্দেশনায় : গোপী সেন
শব্দ-গ্রহণে : ইন্দু অধিকারী ॥ রূপসজ্জায় : অনাথ মুখার্জি ॥ ব্যবস্থাপনায় : শ্যামল চক্রবর্ত্তী
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণে : মদন সেন ॥ ধনঞ্জয় লস্কর ॥ মহম্মদ রেজাক
কেষ্ট বসু ॥ পাঁচু ঘোষ ॥ বিমল চক্রবর্তী

•

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং ষ্টুডিওতে 'রীভস' শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ লিঃ হইতে মুদ্রিত ও পরিস্ফুটিত

কাহিনী

দীর্ঘদিন চাকরী করার পর ভোলানাথবাবু রিটায়ার করলেন অখণ্ড অবসর যাপনের আশায়। কিন্তু তাঁর নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামে বাদ সাধল তাঁর ছেলে ও মেয়ে। সংস্কৃতি পরিষদের ফাংশানের নামে নীচের তলায় তারা যে উৎকট গান বাজনা সুরু করল তাতে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষে তিনি স্থির করলেন নীচের হলঘরটি ভাড়া দিয়ে এ আপদের শান্তি করবেন।

কিন্তু ভোলানাথ বাবুর পুত্র শেখর আর কন্যা ইভা ঐ ঘরটি তাদের সংস্কৃতি সংঘের কাজে ব্যবহার করত—তারা প্রমাদ গুণল এবং যুক্তি করলো যে কিছুতেই ঘরটি ভাড়া দেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু রাসভারী পিতার মুখের সামনে কিছু বলতে পারলো না। ভোলানাথ বাবু কাগজে ঘরভাড়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে শেখর ও ইভার ওপর তাঁর নির্দেশমত ভাড়াটে নির্ব্বাচনের ভার রেখে স্ত্রীর ইচ্ছাক্রমে সস্ত্রীক চলে গেলেন পুরী—রথযাত্রায় পুণ্য সঞ্চয় করতে।

এদিকে ঘরের সন্ধানে লোকের পর লোক আসতে আরম্ভ করল আর শেখর ও ইভা তাদের বন্ধু বান্ধব, বিশেষ করে ব্যায়ামবীর ও ইভার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ব্যোমকেশ এবং বাড়ীর ঠাকুর চাকরের সাহায্যে তাদের ফেরাতে লাগল।

পিসিমার মনোনীত পাত্রী উল্কার তাড়ায় পিসিমার আশ্রয় পরিত্যাগ করে তরুণ অধ্যাপক সুবীর চৌধুরী হন্যে হয়ে ঘর খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত হলো ভোলানাথ বাবুর বাড়ী। একে অধ্যাপক তায় প্রিয়দর্শন—ইভার ঘর ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে মতের পরিবর্ত্তন হলো। ব্যোমকেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

কিন্তু স্বাবলম্বী সুদর্শনা অঞ্জনা যদি ঘরের সন্ধানে এসে শেখরের ঘর ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে চিত্ত বিভ্রম না ঘটাতো ঘরভাড়ার সমস্যা হয়তো এইখানেই মিটে যেতো।

একটা বাড়ী—দুজন ভাড়াটে: একজন যুবক অন্যজন যুবতী। একজন ইভার মনোনীত আর একজন শেখরের মনোনীত—উপায়?

উপায় ছিল না কিন্তু আগ্রহ ছিল উভয়েরই। তাই এমন সব ঘটনা ঘটল যে সুবীর তো ঘর পেলই অঞ্জনাও বঞ্চিত হলো না।

পিতামাতার অবর্ত্তমানে ছেলে মানুষের সংসার চলতে লাগল মুক্ত স্বাধীন, খেয়াল খুসীর। শেখর ও অঞ্জনার, সুবীর ও ইভার সম্বন্ধটা ঠিক বাড়ীওয়ালা ভাড়াটের সম্বন্ধ বলে কেউ ভুল করলে না। সব চেয়ে কম ভুল করলে ব্যোমকেশ। তার বুকের মাসেলস্ কুঁচকে এলো। সে অনন্যোপায় হয়ে পুরীতে ভোলানাথ বাবুকে সংবাদ দিতেই তিনি হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন।

দু' দুটো বনেদী বংশে তিনি শেখর ও ইভার পরিণয় একরকম ঠিক করেই রেখেছিলেন। তদুপরি বিয়ের আগে এবং সম্ভবতঃ বিয়ের পরেও ভালবাসা বস্তুটিকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন।

ইভা ও শেখরের ওপর ব্যোমকেশের সাহায্যে ভোলানাথ বাবুর আক্রমণ চলতে লাগল আর ইভার উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত বুদ্ধি ও শেখরের যুক্তি তা প্রতিহত করতে লাগল। কাঁচায় পাকায় চলল বুদ্ধির মার-প্যাঁচ। অবশেষে.....?

কাঁচামিঠে

কাঁচামিঠে

(১)

মোর মৌমাছি মন
শুধু করে গুঞ্জন
আমি মিতালীর সুরে
মাধবীর বেলা ভরে যাই ।।
হাওয়ার বেণুতে
ফুলের রেণুতে
অচেনার ছোঁয়া খুঁজে পাই ।।
(শুনি) দুটি পাখী কানে,
কথা নয়,
রূপ কথা কয় গানে গানে,
প্রাণে মোর আলো জাগে
যেন আপনার মাঝে আমি নাই ।।

কণ্ঠ—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

চাঁদের আলোয় স্বপন ঝরে
এ আধো রাত আবেশে ভরে ।
অপরূপ বেশে
মোর প্রাণে এসে—
সুন্দর যেন মূরতি ধরে ।।
কোন্ হৃদয়ে হৃদয় আমার
ছন্দে মিলায়—
তাই কি হাওয়া মধুর লীলায়
গন্ধ বিলায় ।।
ক্ষণে ক্ষণে শুনি
কার ফাল্গুনী
কেন যে গো আমায় ব্যাকুল করে ।

কণ্ঠ—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

অজানায় এ যেন আপনারে হারিয়ে ফেলা
দখিন বাতাসে রঙিন সুরের খেলা— ।।
মেঘের কিনারে—
স্বর্ণরাগের রং নেব কুড়ায়ে,
খুশির খেয়ালে যাব ফুরায়ে—
তবু) ভরে নেব গানের বেলা ।।
জানিনা অবসাদ জানি না
কোনো বাধা মানি না ।
অচেনার ডাকে—
অন্ধকারের পথ যাই পারায়ে,
সুদূর অসীমে যায় হারায়ে—
মোদের এই প্রাণের ভেলা ।।—

কণ্ঠ—শ্যামল মিত্র ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

যদি কোনো দিন দূরে চলে যাই
যদি কোনো দিন দেখ আমি নাই ।
মিলনের এই মালা যাবে কি খুলে!
(তুমি) ভুল বুঝে মোরে যাবে কি ভুলে ।।
জানো না কি হায় যে ফুল ফোটে গো আজ
কাল সে ঝরে যায়—
অকূলে যে-তরী গেল গো হারায়ে
সে আর ফেরে কি কূলে ।।
রব না যখন পাশে যদি মনে পড়ে
কোন অবসরে
আমারে খুঁজিয়া পাবে তোমার দীরঘ শ্বাসে
রব না যখন পাশে ।
মোর পরিচয়, জানি সে কোনদিন
হারাবার নয়
আঁখিতে হারায়ে এ প্রীতি আমার
স্মরণে রেখ গো তুলে ।।

কণ্ঠ—শ্যামল মিত্র

মতিমহলের আগামী নিবেদন ...

নারী ও নগরী

কাহিনী • হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও সংলাপ • জ্যোতির্ময় রায়
পরিচালনা • মধু বসু
সংগীত • রাজেন সরকার

হিরন্ময় সেন
প্রযোজিত ও পরিচালিত
অগ্নিযুগের বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ

বাঘা যতীন

রাগিনী

কাহিনী
ণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও সংলাপ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
পরিচালনা
চিন্ত বসু

বিদিশা

কাহিনী • নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
পরিচালনা ??